ঘাটালে বিজেপির উত্থান দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উত্থান দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে বৃহস্পতিবার বিজেপির বিক্ষোভ, মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। ওইদিন রাজ্যের ব্লকে ব্লকে বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সেরকমই ঘাটাল মহকুমার ব্লক ব্লকে পালিত হয় বিজেপির উত্থান দিবস। মহকুমার ঘাটাল, দাসপুরের দুটি ব্লক-সহ চন্দ্রকোনার দুটি ব্লকেও বিজেপির তরফে ব্লকের বিডিওদের ডেপুটেশন দেওয়া হয় ১৩ দফা দাবিতে। চন্দ্রকোনার দুটি ব্লকে কয়েকশো কর্মী সমর্থকদের নিয়ে চন্দ্রকোনা শহর ও ১ নম্বর ব্লকের ক্ষীর পাইয়ে মিছিল করে বিডিওদের হাতে ডেপুটেশন পত্র তুলে দেওয়া হয়। চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের বিডিও অফিসের সামনে এক ঘন্টা রাস্তা বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন মিছিলে নেতৃত্ব দেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার পর্যবেক্ষক দীপক প্রামাণিক, জেলা সংখ্যালঘু মোর্চা নেতৃত্ব মহম্মদ সেলিম-সহ ব্লকের সকল মন্ডল কমিটির সভাপতিরা। এদিন বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের বিডিও শাশ্বত প্রকাশ লাহিড়ী-র হাতে ১৩ দফা দাবি সম্মিলিত ডেপুটেশন পত্র তুলে দেন ওই ব্লকের দক্ষিণ মন্ডল কমিটির বিজেপি সভাপতি স্বরূপ মজুমদার। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উত্থান দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে বিজেপির ডেপুটেশন, অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সেই মতো আমরাও চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লক বিজেপির তরফে ১৩ দফা দাবি নিয়ে মিছিল করে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্প স্বচ্ছতার সাথে বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের টাকায় তৃণমূল সরকারের নেতাদের মাতব্বরী বন্ধ করতে হবে। ডেঙ্গু নিয়ে পৌরসভা ও অঞ্চলগুলির কোনও উদ্যোগ নেই। অথচ ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ চিন্তার বিষয় সে নিয়েও বিডিওকেই উদ্যোগী হতে হবে স্বাস্থ্যদপ্তরকে সাথে নিয়ে। এলাকার বালি খাদানগুলির সরকারি অনুমোদনের আগে বাস্তবতা খতিয়ে দেখে তার অনুমোদন দিতে হবে। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে নির্বাচনে প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষ হয়ে সদর্থক ভূমিকা পালন করে সেই আবেদনও রাখা হয় বিডিওকে। উনি সমস্ত দাবিদাওয়া শোনেন।

নন্দীগ্রাম থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল তাম্রলিপ্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা। নিজস্ব চিত্র

নিখোঁজ যুবক উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ বুধবার এক অপহৃত যুবককে উদ্ধার করল পটাশপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অপহৃত যুবকের নাম অরুপ দাস (৩০)। বাড়ি পটাশপুর থানার সারদাবাড় গ্রামে। এদিন ওই যুবককে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অরুপ দাস নামে এক যুবক নিজের বাড়ি সারদাবাড় থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। পরিবারের লোকেরা বহু খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও তাঁর দেখা না মেলায় ২৪ ডিসেম্বর পটাশপুর থানায় তাঁর স্ত্রী শতাব্দী দাস অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী শতাব্দী দাস তাঁর শ্বশুর কালীপদ দাস ও শাশুড়ি শ্যামলী দাসের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, কোর্ট থেকে তাঁরা অগ্রিম জামিনও নিয়ে নেন। পুলিশ তদন্তে নেমে এদিন সকালে সারদাবাড় থেকে উদ্ধার করে ঐ যুবককে। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, অরুপ দাসের কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হলদিয়ায় ইলিশ মাছ সংরক্ষণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হল এক জনচেতনামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ ইলিশ মাছ সংরক্ষণের ব্যাপারটা নিয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হল হলদিয়া ব্লকে। কিন্তু 'খোকা ইলিশ' বিক্রি বন্ধে সচেতনতা অভিযানের পরেও হলদিয়ার ব্রজলালচকের মৎস্য বিক্রেতা নির্বিকার। সম্প্রতি মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে হলদিয়া ব্লক অফিস থেকে 'ইলিশ মাছ রক্ষা করুন' এই ব্যানারকে সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সেই শোভাযাত্রা শেষ হয় ব্রজলালচক বাজার হয়ে ব্লক কার্যালয় চত্বরে এসে। নানান ব্যানারে 'খোকা ইলিশ বিক্রি নাই, বড় ইলিশ কাটছি তাই', 'ছোট ইলিশ বইতে মানা, পড়লে ধরা জরিমানা', 'খোকা ইলিশ রাঁধতে মানা, ঘরে দেবে পুলিশ হানা', 'বাঁচলে ছোট ইলিশ, মিলবে তবে বড় ইলিশ' এই শ্লোগানগুলি শোভা পেয়েছে। ব্রজলালচক বাজারের সামনে একটি পথসভাও করা হয়। পরে 'আত্মা' প্রকল্পে একদিবসীয় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) রামকৃষ্ণ সর্দার, হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খুকুমণি সাহু, ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু, হলদিয়ার বিডিও রাজর্ষি নাথ ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ জানা প্রমুখ। উপস্থিত বক্তারা বলেন, ইলিশ আমাদের সম্পদ। খোকা ইলিশ ধরে আমাদের সম্পদকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই ধরণের ইলিশ মাছ শিকার আমাদের বন্ধ করা উচিত। রাজ্য সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের ইলিশ বাজারে বিক্রি হচ্ছে। শুধু ধরাই নয়, ইলিশ মাছ বিক্রি ও কেনা দুই-ই নিষিদ্ধ। ইলিশ শিকার রোধে সরকারি প্রশাসন যে প্রচার চালাচ্ছে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় ব্যক্তিরাও। সভায় আর যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় সেগুলি হল-২৩ সেন্টিমিটারের কম মাপের ইলিশ পরিবহণ, বিক্রি, কেনা বা ধরা নিষেধ। ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক ভান্ডার সংরক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা মৎস্যজীবী ৯০ মিলিমিটারের কম ফাঁস যুক্ত যে কোনো প্রকারের মনোফিলামেন্ট জাল ব্যবহার করে ইলিশ ধরতে পারবে না। ইলিশ মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য ফি বছর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত তথা পূর্ণিমার পাঁচদিন আগে ও পাঁচদিন পরের সময়কালেও ইলিশ মাছ ধরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। আর সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য ও তাদের বাসস্থান সুরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির জন্য সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর আলোচনা সভার শেষে এক সহজ প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়, সেখানে সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করা হয়।

হলদিয়া রিফাইনারীর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার চৈতন্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযান সফল করতে সাফাই অভিযান চালানো হয়। নিজস্ব চিত্র

দিঘা চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ বৃহস্পতিবার দিঘা চক্র ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল দিঘা বিদ্যাভবন হাইস্কুল মাঠে। দিঘা চক্র শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাই চরণ সার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাত্র, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ভাস্বতী শৌন্ড, দিঘা চক্রের এস আই পিন্টু ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন এস আই মোহনলাল সাউ, দিঘা বিদ্যাভবন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দাস প্রমুখ। এদিন দিঘা চক্রের ৬টি অঞ্চলের মোট ২০০ জন প্রাথমিক পড়ুয়া দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প-সহ মোট ২৮টি ইভেন্টে যোগ দেয়। শিক্ষক শান্তনু কুন্ডু বলেন, খেলা শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। খেলায় প্রথম স্থানাধিকারীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে মহকুমাস্তরের প্রতিযোগীতায় যোগ দেবে।

চন্দ্রকোনা ব্লকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ শুরু হল ব্লক স্পোর্টস্। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে ব্লক স্পোর্টস্ আয়োজন হয়। স্পোর্টস্ পরিচালনা করে চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লক ক্রীড়া কমিটি। ব্লক স্পোর্টসের মোট ২৮টি ইভেন্ট নিয়ে ১৬৬টি স্কুলের ১৭৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লক স্পোর্টস্। এদিন উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও শাশ্বত প্রকাশ লাহিড়ী, চন্দ্রকোনা ২ নম্বর চক্রের এসআই সৌমেন মন্ডল। পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী সংগীত, অতিথি বরণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ব্লক স্পোর্টস্।

অঞ্চল স্তরে হওয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীরা ব্লকে অংশগ্রহণ করে ব্লক থেকে প্রথম স্থানাধিকারীরা জেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। পরবর্তী ক্ষেত্রে জেলা থেকে রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এদিন ব্লকের ৭টি ইউনিটের ১৬৬টি স্কুলের মোট ৫২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। ব্লক থেকে জেলায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগীরা কৃতিত্ব অর্জন করবে এবং রাজ্যস্তরেও অংশগ্রহণ করবে এমনটাই আশাবাদী ব্লক ক্রীড়া কমিটির সভাপতি দেবাশিষ মল্লিক।

সাজছে দোকান, চলছে কাজও, শুধু দেখা নেই ক্রেতার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে মার খাচ্ছে কামার শিল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বাংলায় পরিবর্তনের পর, রাজ্যে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও উন্নত করার জন্য বহু পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারি উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এমনকী ব্লক স্তরেও মেলার মাধ্যমে স্টলের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন শিল্পকে লোকসমক্ষে এনে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শিল্প বাঁচানোর তাগিদের সরকারের সেই হাত কামার শিল্পে পড়েনি বলে দাবি কামারশিল্পীদের। তাঁদের দাবি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প হলেও, কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা এই শিল্পকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। তবুও কেন সরকারের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ছে না তা আমরা বুঝতে পারছি না। রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক যেমন নারায়ণগড়, দাঁতন, কেশিয়াড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকার কামারশিল্পীরা আজ ঠিক এই দাবিই তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, জন্মের পর থেকেই আমরা দেখেছি আমাদের বাড়িতে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করছে আমাদের পরিবার। আর সেই কারণেই আমরা এই কাজ শিখতে বাধ্য হয়েছি। তবে বিগত দিনে আমাদের বাপ, ঠাকুরদারা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করলেও আজ তা যে অসম্ভব হয়ে পড়েছে আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তবু আসহায় আমরা কারণ শুধু এই কাজই আমরা জানি আর এই কাজের ওপরে নির্ভর করেই আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। এই কথা জানা সত্ত্বেও উদাসীন সরকার। তাদের অভিযোগ বিভিন্ন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের জন্য সরকারি ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার জন্য বিশেষ ছাড়ও দিচ্ছে সরকার, কিন্তু কামার শিল্প বা শিল্পীদের জন্য এমন কোনও সরকারি সাহায্য বা ভাতার ব্যবস্থা নেই কিংবা ঋণের ব্যবস্থা নেই যার সুবিধা গ্রহণ করে আমরা সাবলীলভাবে আমাদের ব্যবসাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। দাঁতন স্কুল বাজারের বছর সত্তরের এক কামারশিল্পী রবীন্দ্রনাথ রানা বলেন, কোনও রকম পূর্ব পুরুষের এই ঐতিহ্যকে আমি ধরে রেখেছি। তবে বর্তমানে তা ধরে রাখা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এই ব্যবসার ওপর নির্ভর করে আর দিন যাপন করা যাচ্ছে না। সারা দিনে প্রত্যেক জনের একশো টাকা করে রোজগার করতে হিমশিম খেতে হয়। যা নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। ব্যবসার এমন অবস্থা দেখে আমাদের ছেলেপুলেরাও এই শিল্পে আসতে চাইছে না। মনে হয় আগামী দিনে এই শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রবীন্দ্রবাবুর ছেলে বছর আটত্রিশের মধু রানা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ কাস্তে, কোদাল, কুড়ুল এই সমস্ত কিছুর ব্যবহার ছেড়ে দিচ্ছে। আর তারই প্রভাব পড়ছে আমাদের শিল্পে। তবে আধুনিকতার অগ্রগতিকে তো রোধ করা যায় না। তার মাঝেও যদি সরকার আমাদের ওপর একটু দৃষ্টিপাত করত, তাহলে আমরাও সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারতাম। ঠিক একই কথা বললেন আরও এক কামার শিল্পী ভগবান রানা। তিনি বলেন, আধুনিকতার প্রভাবে শেষ হচ্ছে আমাদের এই কামার শিল্প। আগে আউস, আমন, বোরো এই তিন মরসুমে কাস্তে বিক্রি করেই পেট চলে যেত। এখন তো তাও বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, মেশিনে ধানের কাজ শেষ করে নিচ্ছে চাষিরা। তিনি আরও বলেন, আমাদের এই এলাকায় বেশ কয়েকটি পরিবার এই শিল্পকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন আমাদের এই দুটি পরিবার ছাড়া বাকিরা এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নারায়ণগড় এবং কেশিয়াড়ি ব্লকের বিভিন্ন কামারশিল্পীদের সাথে কথা বলে ঠিক একই অভিজ্ঞতাই হল। তাঁদের দাবি, শিল্প তথা তাঁদের এই ব্যবসার করুণ অবস্থা। তাড়াতাড়ি যদি সরকার কোনও পদক্ষেপ কিংবা উদ্যোগ না নেয়, তাহলে শিল্প তো বিলুপ্ত হবেই। পাশাপাশি বিপন্ন হবে তাঁদের জীবন। প্রত্যেকেরই দাবি, হাল ধরুক সরকার। পুনরায় সঠিক গতিতে ফিরে আসুক তাঁদের এই শিল্প। বেঁচে থাক ঐতিহ্যবাহী কামারশিল্প।

পথদুর্ঘটনায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ বুধবার রাতে তমলুক থানার অন্তর্গত ভাঙার বেড়িয়ার কাছে ৪১ নং জাতীয় সড়কের উপর এক সাইকেল আরোহীকে পিশে দিয়ে চলে যায় একটি লরি। মৃত কার্ত্তিক মাইতি ময়না ব্লকের নৈছনপুর এলাকার বাসিন্দা। কাজ সেরে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।